কৃষি গবেষণা
BANGLADESH AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

বিএআরআই সংবাদ

বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৪

Visit Our Website : www.bari.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতির ১০ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতির ১০ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতির ১০ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি বক্তব্য রাখছেন।

গত ১১ নভেম্বর বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতির ১০ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি। প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "Pesticide Risk Management to Achieve SDG 2" এটি একটি সময়োপযোগী ও গুরত্বপূর্ণ বিষয় বলে অবিহিত করেন। তিনি আরোও বলেন আমাদের কৃষি খাত উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। অধিকন্ত পোকামাকড়ের আক্রমণে প্রতিবছর আমাদের দেশে ব্যাপক ফসল হানি ঘটে থাকে এবং এ সমস্ত পোকামাকড় দমনের জন্য আমাদের কৃষকগণ নির্বিচারে বিষাক্ত কীটনাশক জমিতে প্রয়োগ করছেন যা জীব বৈচিত্র্য ধ্বংসসহ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্যে *এরপর পৃষ্ঠা ২*

বারি প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মশালা-২০১৭ অনুষ্ঠিত

প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মশালা -২০১৭ এর সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মশালার সম্মানিত সভাপতি বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ বক্তব্য রাখছেন।

গত ২৬ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে ২ (দুই) দিন ব্যাপি "বারি প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মশালা-২০১৭" অনুষ্ঠিত হয়। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনসহ গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলো কর্মশালায় অধিকতর গুরুত্ব পায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার দানা জাতীয় শস্য, কন্দাল, সবজি, ডাল, তৈলবীজ, ফল ও অন্যান্য ফসলের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া গবেষণার পাশাপাশি উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/তথ্য হস্তান্তর কার্যক্রম পরিচালনা করাও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ২০৮ টিরও বেশি ফসলের ৫১২ টি উচ্চ ফলনশীল (হাইব্রিডসহ), রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং ৪৮২ টি অন্যান্য প্রযুক্তিসহ এযাবৎ ৯০০ টিরও বেশি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে যে সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে এগুলো দ্রুত কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, এনজিও কর্মী, বেসরকারী সীড কোম্পানী ও কৃষকদের প্রশিক্ষিণ প্রদান এ কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য। উক্ত কর্মশালায় ০৪ (চার) টি অধিবেশন যেমন ঃ (১) উদ্ভাবিত ফসলের উন্নত জাত (২) ফসল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি (৩) ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং (৪) ফার্ম মেশিনারী ও শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি *এরপর পৃষ্ঠা ২*

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদকীয়

বিশ্বের ৫৭ কোটি খামারের মধ্যে ৫০ কোটি খামার পরিবার কেন্দ্রিক। তারাই আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষাকারী। পারিবারিক কৃষি বিশ্বের সবচেয়ে বড় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। মূল্যের দিক বিবেচনায় পারিবারিক কৃষি ৮০ ভাগের বেশি খাদ্যের যোগান দেয় এবং তাজা ফল, শাকসবজি, দুধ ও পুষ্টিকর পণ্যের প্রধান উৎপাদক। বাংলাদেশের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশের ৪৮ শতাংশ কর্মসংস্থান কোনো না কোনোভাবে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেখানে গড়ে জমির পরিমাণ ১ হেক্টরের বেশি নয়। বিগত কয়েক বছর ধরে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন এবং খাদ্য গ্রহণে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। কৃষি উৎপাদন অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের তুলনায় বর্তমানে বাড়ন্ত ও শহরের জনগণকে স্বল্পসংখ্যক খামারের উৎপাদনের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। কৃষি ও খাদ্যপণ্যের বাজারের স্থানগুলো বিশ্বায়ন হচ্ছে। পারিবারিক কৃষির এসব পরিবর্তনে সাড়া দেওয়ার এবং পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে। এবং তা ঘটানোর চাবিকাঠি হচ্ছে উদ্ভাবন, সরকারের প্রয়োজন পারিবারিক কৃষি বাস্তবায়নে নীতি উদ্ভাবন, উৎপাদনকারী সংগঠনের প্রয়োজন খামারির চাহিদা মোতাবেক উদ্ভাবন, গবেষণা ও সম্প্রসারণ সংস্থার প্রয়োজন কৃষকের কাছে পৌঁছানোর প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন। পরিবাকেন্দ্রিক প্রজন্মের সবার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবন হওয়া প্রয়োজন। যোখানে জ্ঞানের ব্যবহার ও আদানপ্রদান করে এসব উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া ও স্বকীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হয় এবং এর লাভ ও ঝুঁকি মাথায় রেখে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে। পারিবারিক কৃষিব্যবস্থার মাধ্যমে শুধু নিজস্ব প্রয়োজন ছাড়াও যাঁরা কৃষিতে জড়িত নন এবং যাঁরা শহরে বাস করেন, তাঁদের প্রয়োজনেও পণ্য ব্যবহার করা সম্ভব হয়। পারিবারিক কৃষির মাধ্যমে আয় করে এবং সে আয় দ্বারা কৃষি উপকরণ যেমন সার ও বীজ কেনা ছাড়াও সন্তানদের লেখাপড়া ও জীবনযত্রায় ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব। পারিবারিক কৃষিব্যবস্থা শক্তিশালী হলে সবার জন্য তা মঙ্গলজনক। একদিকে খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে অধিক খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রয়ের জন্য খাদ্য বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর অর্থ হচ্ছে স্থানীয় লোকাচার ও মূল্যবোধসম্পন্ন সতেজ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যপ্রাপ্তি ঘটে, পুষ্টির সমৃদ্ধি ঘটে এবং স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। এধরনের কর্মকাণ্ড সমগ্র এলাকায় স্থায়ীত্বশীল গ্রমীণ উন্নয়ন ঘটায়, এ কারণে কৃষক, জনগণ এবং সরকারের পারিবারিক কৃষিতে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। যদি আমরা উৎপাদন, সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য সহায়তা (যেমন- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়ন) একত্রে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধারাবহিকতা সৃষ্টি করতে পারে। মহিলা যুব সম্প্রাদায় স্থায়ীত্বশীল পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্মিলিত সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার। আমাদের খাদ্য উৎপাদন মহিলাদের ভূমিকা জোরালো হওয়া সত্ত্বেও বাজারজাতকরণ ও পরিবারের পুষ্টি জোগানোর বিষয়ে তাঁদের মূল্যায়ন করা হয় না। অন্যদিকে উন্নত জীবন, প্রয়াসী গ্রামীণ যুব সম্প্রদায় গ্রাম ছাড়ার প্রবণতা রোধ করা প্রয়োজন। সে কারণে গ্রামের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। যেমন- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। ■

বারি প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মশালা-২০১৭ অনুষ্ঠিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর সম্পর্কিত উপস্থাপনা করেন যথাক্রমে ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (গবেষণা), ড. মো. নুরুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কৃষিতত্ত্ব বিভাগ), ড. সৈয়দ নুরুল আলম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কীটতত্ত্ব বিভাগ), জনাব মো. শোয়েব হাসান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন)। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান জনাব মো. নাসিরুজ্জামান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে আর জমির পরিমাণ কমছে। জনসংখ্যা বাড়ার ও জমি কমার হার বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওদিকে প্রায় ৬৮ হাজার হেক্টর জমি চাষযোগ্য আওতার বাহিরে চলে যাচ্ছে। ১৬ কোটি মানুষের খাওয়ানোর দায়িত্ব এই কৃষি মন্ত্রণালয় সার্থকভাবে পালন করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বড় ধরনের ভূমিকা আছে। পুষ্টি সমৃদ্ধি খাবার যোগান নিশ্চিত করনের জন্য তিনি বিএডিসি, ডিএই ও বারিকে সমন্বিত ভাবে কাজ করার পরামর্শ জ্ঞাপন করেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ভাগ্য রানী বণিক এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব মো. আব্দুল আজিজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএআরআই এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. পরিতোষ কুমার মালাকার। কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নার্সভূক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ও কৃষিসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/বিজ্ঞানীবৃন্দ এবং কৃষক প্রতিনিধিসহ প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন। ■

বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতির ১০ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যাচ্ছে যা আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। কীটনাশকের এ অপব্যবহার জনিত বিপর্যয় রোধে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কীটতত্ত্ববিদদের কৃষকদের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনের জন্য পরিবেশ সম্মত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি কৃষকদেরকে কীটনাশকের অপব্যবহারের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি কীটতত্ত্ববিদদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতির সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মাহ্বুবর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতির উপদেষ্টা ড. মোনাওয়ার আহমাদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের এর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক জনাব মো. শোয়েব হাসান। এ ছাড়াও স্বাগত বক্তব্য ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতির জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি ও কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সৈয়দ নূরুল আলম। সম্মেলনে বাংলাদেশের কীটতাত্ত্বিক গবেষণা ও উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ বিশিষ্ট কীটতত্ত্ববিদ ড. মো. আব্দুল হামিদ মিয়াকে “বিইএস স্বর্ণপদক ২০১৭” এ ভূষিত করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর কীটতত্ত্ব বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আখতারুজ্জামান সরকার ও ড. মো. দেলোয়ার হোসেন প্রধান-কে বিদেশি ক্যাটাগরিতে এবং বশেমুরকৃবি এর সহযোগী অধ্যাপক ড. হাবিবুর রহমান ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. গোলাম সারোয়ারকে দেশি ক্যাটাগরিতে “বেষ্ট পিএইচডি থিসিস এ্যাওয়ার্ড ২০১৭” প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রায় চার শতাধিক কীটতত্ত্ববিদ অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. দেবাশীষ সরকার, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতি। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

থ্রি-জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাবিধ্বসা রোগ প্রতিরোধ

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি বক্তব্য রাখছেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ বক্তব্য রাখছেন।

থ্রি-জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাবিধ্বসা রোগ প্রতিরোধী আলু জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে "Feed the Future Biotechnology Potato Partnership" প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তন, ফার্মগেট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব (সচিব দায়িত্বে) জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, থ্রি-জিন জিএম আলু কৃষকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে কোন ঔষধ স্প্রে করতে হয় না। তাতে পরিবেশ ও কৃষকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বহুলাংশে কমে যাবে। থ্রি-জিন জিএম আলু সম্পূর্ণ শংকামুক্ত। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ভাগ্য রানী বণিক এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ডেভিড ওয়েষ্টারলিংক, এফটিএফ প্রোগ্রাম লিড, ইউএসএআইডি অফিস, ঢাকা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. ডেভিড ডুছেস, প্রকল্প পরিচালক, মেশিগান ষ্টেট ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা। মূল প্রবন্ধের উপর মোট ০৫ জন বক্তা বক্তব্য রাখেন। বক্তরা সকলে এ দেশে আলুর গুরুত্ব, বর্তমান চাষাবাদ অবস্থা, বীজের তথ্য, হিমাগারে আলু সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রোগ-বালাইসহ সকল বিষয় সঠিকভাবে তুলে ধরেন। আলু চাষে নানাবিধ সমস্যার মধ্যে আলুর নাবিধ্বসা রোগটি সবচেয়ে মারাত্মক। এ রোগটি আলু মাঠে দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ব্যবস্থা না নিলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাঠের সকল ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ দেশের আলু চাষীরা এ রোগটি নিয়ে সব সময় চিন্তায় থাকেন। তাই, আলু গাছ ২৫-৩০ দিন বয়সের হলে পরেই দামী ছত্রাকনাশক ছিটাতে আরম্ভ করেন। আলু চাষীরা ৭-৮ বার আলু জমিতে স্প্রে করে থাকে। শুধু নাবিধ্বসা রোগ দমনের ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে মোট উৎপাদন খরচের প্রায় ২৫-২৮ শতাংশ খরচ হয়। বাংলাদেশের আলু চাষীরা এ রোগটি দমন করতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার ছত্রাকনাশক স্প্রে করে থাকে। এ রোগটি দমনের বিষয়ে আলু চাষীরা সব সময় উদ্বিগ্ন থাকেন। ১০০ কোটি টাকার ঔষধ ছিটানোর ফলে বায়ু, পরিবেশ, মাটি, পানি ইত্যাদি মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। কৃষকের জীবন মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। এতগুলো সমস্যা মোকাবেলায় বক্তারা জিএম আলু ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেকে এটি জিএম আলু বলতে নারাজ। কারণ থ্রি-জিন আলুর তিনটি জিন আনা হয়েছে আলু পরিবারের বন্য গাছ থেকে। শুধু জিনগুলো ব্যাক্টেরিয়ার মাধ্যমে আনা হয়েছে বিধায় জিএম আলু বলা হয়। আলু পরিবারেরই গাছ থেকে জিনগুলো আনা হয়েছে বিধায়, জিএম হিসাবে মানুষের মনে যে সংশয়, তা থেকে শংকামুক্ত থাকতে পারেন। বক্তারা জিএম আলুর ব্যবহারের উপকারিতা, মূল্যায়ন ও নিরাপদ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএআরআই এর পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. তপন কুমার পাল। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, কৃষক প্রতিনিধি এবং এনজিও প্রতিনিধিসহ প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ■

জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে কৃষক ভাইদের করণীয়

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

এবং রপ্তানি বাণিজ্যের প্রয়োজন মেটাতে ফুলের চাষ বৃদ্ধি করার সময় এসেছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই ফুল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু নানা রকম ফুল এবং বাহারী গাছ উৎপাদনের উপযোগী। এই প্রান্তিকে কৃষক ভাই-বোনদের কিছুটা ব্যতিক্রমী কিন্তু লাভজনক ফুল চাষ সম্বন্ধে জানাব।

বারি গ্লাডিওলাস-৩: এটি একটি কন্দ জাতীয় ফুল। সারা বছর এর চাষাবাদ করা যায়। বাজারে চাহিদা আছে এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতের কাটফ্লাওয়ারের তুলনা নেই। এ গাছের পাতা তরবারীর মতো। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদ উপযোগী। ফুলের রঙ সাদা এবং ৯.০-৯.৩সেমি ব্যাস বিশিষ্ট। স্পাইকে ফ্লোরেটের সংখ্যা ১৩-১৪টি। সাধারণত স্পাইকের নিচের দিক থেকে ১-২টি ফ্লোরেট উন্মুক্ত হওয়া শুরু হলে স্পাইক কাটার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। হেক্টরপ্রতি ১.৭৫-২.০ লক্ষ ফুলের স্টিক পাওয়া যায়। ফুলের সজীবতা ৮-৯ দিন থাকে। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

নবনিযুক্ত বিজ্ঞানীদের ইনডাকশন ট্রেনিং

বিএআরআই -এর নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের ইনডাকশন ট্রেনিং -এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ উইং), ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (গবেষণা উইং), ড. তপন কুমার পাল, পরিচালক (টিসিআরসি), ড. পরিতোষ কুমার মালাকার, পরিচালক (প্র. ও যো. উইং) ও অন্যান্য বিজ্ঞানীবৃন্দ

গত ৭-১৬ নভেম্বর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ ও যোগাগোগ উইং এর উদ্যোগে Induction Training for Newly Recruited Scientific Officers of BARI শিরোনামে একটি প্রশিক্ষণ উদ্বোধন আয়োজন করা হয়। উক্ত কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত প্রায় অর্ধশত বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক, ড. আবুল কালাম আযাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচলক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে দেশে কৃষির গুরুত্ব তুলে ধরেন। মোট জনসংখ্যার সিংহভাগ কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। কৃষি আমাদের প্রাণ। কৃষিকে সমৃদ্ধ করেছে যারা তাঁদের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানীরা অন্যতম। বিজ্ঞানীদের নিরলস চেষ্টা কৃষিকে নিয়ে গেছে সম্মানের জায়গায়। অন্যান্য অনেক পেশার চাইতে বিজ্ঞানীদের পেশা ভিন্ন। আছে উদ্ভাবনের আনন্দ একই সঙ্গে দেশ মাতৃকার সেবার সুযোগ। নবনিযুক্ত বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ এই পেশায় যোগদানের মাধ্যমে কৃষির সাফল্য ধারা অব্যাহত রাখবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ছয় দিন ব্যাপী মূল প্রশিক্ষণ বিএআরআই-এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ড. আব্দুর রাজ্জাক, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ) কোর্স কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে সনদপত্র বিতরণ করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ড. পরিতোষ কুমারা মালাকার, পরিচালক (প্র. ও যো.) এবং বিএআরআই এর বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের কৃষক প্রতিনিধি। ■

বারি বিজ্ঞানীর গবেষণায় গাছে প্রাণের সঞ্চার

নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং পরিচর্যার মাধ্যমে ৫ বছর আগে জন্মানো মৃতপ্রায় একটি কাঁঠাল গাছে প্রাণের সঞ্চার করলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী ড. মনিরুল ইসলাম। নতুন প্রাণ পাওয়া কাঁঠাল গাছটি বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ্য যা থেকে নতুন শাখা-প্রশাখা ও পাতা বের হচ্ছে। ড. মনিরুল ইসলাম জানান গবেষণা কাজের জন্য ৫ বছর আগে তিনি কয়েকটি পলিব্যাগে কাঁঠালের বীজ রোপণ করেন। কাঁঠালের সেই বীজ থেকে জন্মানো গাছগুলোর একটি গত জানুয়ারি মাসে আস্তে আস্তে ম্রিয়মান হয়ে মারা যায় বলে মনে হয়। ড. মনিরুল ইসলাম গাছটিকে বাঁচানোর জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও পরিচর্যা শুরু করেন। গাছটি মারা যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করার জন্য তিনি বিভিন্ন রকম প্যাথলজিক্যাল টেষ্ট করেন। এতে গামোসিস রোগের জীবাণু হিসাবে ফমপসিস প্রজাতির এক প্রকার ছত্রাকের প্রমাণ পান। এরপর তিনি মৃতপ্রায় গাছটি বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার ফিজিওলজিক্যাল টেস্ট করে গাছে প্রাণের উপস্থিতি খুঁজে পান। উন্নত পরিচর্যার জন্য গাছটিকে এরপর পলিব্যাগ থেকে প্লাস্টিক প্লটে স্থানান্তর করে প্লান্ট আইসিইউতে নেয়া হয়। সেখানে নিবিড় পরিচর্যার ফলে মাস খানেকের মধ্যে গাছটি সুস্থ্য হতে শুরু করে। বিজ্ঞানী ড. মনিরুল ইসলামের আশা প্রাণ ফিরে পাওয়া কাঁঠাল গাছটি বড় হয়ে ফল প্রদান করবে। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

প্রশিক্ষণ সংবাদ

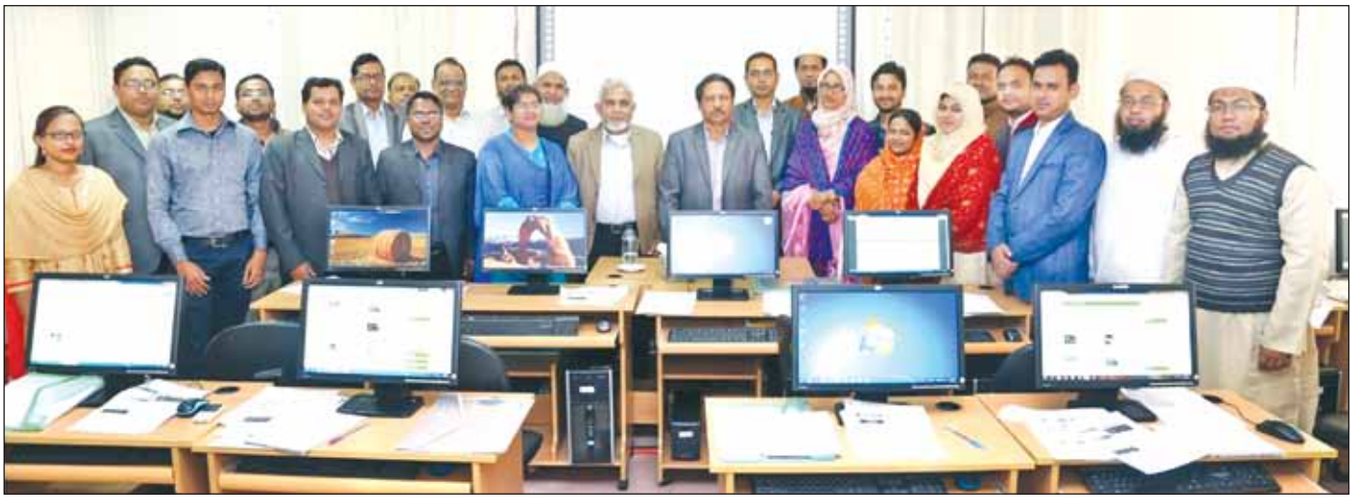

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীবৃন্দ।

গত ২৩-২৪ ডিসেম্বর এএসআইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর এর উদ্যোগে "নাগরিক সেবার উদ্ভাবন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অত্র বিভাগের বায়োম্যাট্রিক্যাল ল্যাব-এ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (গবেষণা)। উক্ত প্রশিক্ষণে ২০ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। ■

গত ২৩ ডিসেম্বর প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর এর উদ্যোগে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সেমিনার রুম-এ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. পরিতোষ কুমার মালাকার। ■

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর নেতৃত্বে ইনস্টিটিউটের অন্যান্য বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকবৃন্দ সহযোগে মানববন্ধন।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস-এর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই, পরিচালক (গবেষণা), ড. মো. লুৎফর রহমান।

গত ০৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, কবুতর ও ফেস্টুন-বেলুন উড়ানো, দুর্নীতিবিরোধী গণস্বাক্ষর সংগ্রহ এবং মানববন্ধন করা হয়। সকাল ১০:৪৫ ঘটিকায় বিএআরআই এর কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ উইং) ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ ও বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) জনাব মো. শোয়েব হাসান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. পরিতোষ কুমার মালাকার ও পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. লুৎফর রহমান। এছাড়া বারি বিজ্ঞানী সমিতি (বারিসা) এর সভাপতি ও সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আককাছ আলী এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

মহান বিজয় দিবস

মহান বিজয় দিবসের পতাকা উত্তোলন করছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এবং অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট চত্বরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপিত হয়েছে। ভোরে সূর্যোদয়ের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিএআরআই-এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (প্র. ও যো.) ড. পরিতোষ কুমার মালাকার, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) মো. শোয়েব হাসান, পরিচালক (কন্দাল) ড. তপন কুমার পাল এবং পরিচালক (তৈলবীজ) ড. মো. সাখাওয়াৎ হোসেন। পতাকা উত্তোলনের পর মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদের আত্মার মাগফেরাত ও জাতির শান্তি অগ্রগতি এবং সংহতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দিনব্যপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে মেরাথন দৌড়, হা-ডু-ডু, সূইসূতা দৌড়, দ্রুত হাঁটা, চোখ বেঁধে হাড়ি ভাংগা, গোলক নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, বল নিক্ষেপ, বাজনা শেষে বালিশ কোথায়, উচ্চ লম্ফ, দীর্ঘ লম্ফ, রশি টানাটানি, ভলিবল, ক্রিকেট এবং সাঁতার প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আনন্দ শিশু কানন, বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র/ছাত্রীরাও বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশ নেয়। বিকেলে মহান বিজয় দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের উপর এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ড. বিরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই-এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (গবেষণা) এবং ড. পরিতোষ কুমার মালাকার, পরিচালক (প্র. ও যো.)। প্রধান অতিথি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন। আলোচোনা শেষে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সবশেষে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। ■

সমঝোতা চুক্তি সংবাদ

বিএআরআই-এর পক্ষে সমোঝতা চুক্তি বিনিময় করেছেন পরিচালক (প্র. ও যো) ড. পরিতোষ কুমার মালাকার

আই ইউ বি এ টি-এর সঙ্গে সমোঝতা চুক্তি বিনিময় করেছেন পরিচালক (প্র. ও যো) ড. পরিতোষ কুমার মালাকার

গত ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং EDGE Consulting Ltd এর মাঝে Developing Sensor Based Agriculture Decision Support System এর লক্ষ্যে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পক্ষে সমঝতা চুক্তির স্বাক্ষর করেন পরিচালক (প্র. ও যো.) ড. পরিতোষ কুমার মালাকার। গত ৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং আই ইউ বি এ টি (IUBAT) এর মাঝে Academic Co-operation এর লক্ষ্যে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) মো. শোয়েব হাসান। বিএআরআই এর পক্ষে সমঝতা স্বারক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. পরিতোষ কুমার মালাকার। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে কৃষক ভাইদের করণীয়

ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা। নতুন বছরে নতুন নতুন সম্ভাবনায় ভরে উঠুক আপনাদের জীবন এই শুভ কামনায় শুরু করছি এ প্রান্তিকের কৃষি। রবিমৌসুমের চাষাবাদের ব্যস্ততা কমেছে। মাঠে এখন শাকসবজি ভরপুর। ভাল ফলন পেতে হলে আন্তঃপরিচর্যা, রোগ,পোকা-মাকড় দমন, সার, সেচ ইত্যাদি বিষয়ে অধিক যত্নবান হতে হবে। সুপ্রিয় কৃষক কৃষাণী ভাই ও বোনেরা, আসুন সেসব নিয়ে আলোকপাত করি।

গম: কৃষক ভাইয়েরা, গমের চারা তিনপাতা বা চারার বয়স ১৮-২১ দিন পার হলে আগাছা পরিষ্কার করে প্রথম সেচ দিন, দ্বিতীয় সেচ গমের শীষ বের হওয়ার সময় বপনের ৫৫-৬০ দিন পার হলে এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় অর্থাৎ বপনের ৭৫-৮০ দিন পর দিতে হবে।

গমের ক্ষেত্রে ১৮০-২২০ কেজি/হেক্টর ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হবে। শেষ চাষের সময় ইউরিয়া সারের তিনভাগের দুইভাগ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি এক ভাগ ইউরিয়া বীজ বপনের ১৭-২১ দিনের মধ্যে দিনের মধ্যে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

আলু: আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর গোড়ায় মাটি দেওয়া প্রয়োজন। এতে চারার আর্দ্রতা পেতে সহজ হবে কিংবা সেচ দিতেও সুবিধা হবে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি থাকলে আলুতে লেট ব্লাইট রোগের আক্রমণ হতে পারে। এই রোগ খুবই ভয়াবহ। এ রোগ আক্রমণ করলে, ক্ষতি চরম সীমায় পৌঁছার পূর্বেই রিডোমিল (০.২%), ডাইথেন এম ৪৫(০.২%) ইত্যাদি ছত্রাক নাশক অনুমোদিত হারে ১০-১২ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত জমিতে সেচ যথাসম্ভব বন্ধ করে দিতে হবে। মনে রাখবেন আলু উৎপাদনে নিবিড় যত্ন ও পর্যবেক্ষণ উৎপাদন বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। আলু বীজ তোলার কয়েকদিন আগে মাটির উপরে গাছ কেটে ফেলুন এতে আলুগুলো মাটিতে শুকাতে হবে। বীজ রাখতে হলে পোকা ও রোগমুক্ত ক্ষেত নির্বাচন করুন।

সবজির পরিচর্যা: এ সময় শীতকালীন শাক-সবজির ক্ষেতে মাঝে মধ্যে সেচ দিন। আগাম সবজি পরিপক্ক হলে তুলে ফেলুন। এ সময় পরাগায়নের আগে লাউ, কুমড়ার কড়া ঝরে যেতে পারে। তাই সকালে ফোঁটা পুরুষ ফুল ছিড়ে ফুলের গর্ভদণ্ডের সাথে পরাগরেণু ঘষা দিলে পরাগায়ন ঘটে। এতে ১টি পুরুষ ফুল ৪/৫টি স্ত্রী ফুলে ঘষা দেয়া যায়। এই পদ্ধতি গাছের সব ফল টিকতে সহায়তা করে। বেগুন অত্যন্ত জনপ্রিয় সবজি। তবে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণের ফলে বেগুনের উৎপাদন মারত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ব্যবহৃত কীটনাশকসমূহের উপর বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার সহনশীল ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় প্রকৃত পক্ষে পোকা দমনের কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না কৃষক ভাইয়েরা আপনারা একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে পারেন।

* পোকা আক্রান্ত ডগা ও ফল ধ্বংস করা;
* সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ পোকার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই ধরে ফেলা ও ধ্বংস করা;
* কীটনাশকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা বা সীমিত আকারে ব্যবহার করা;
* বেগুনের ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে গাছের গোড়া ও শিকড় বিবর্ণ হয়ে যায়। এ রোগ হলে পাতা নেতিয়ে পড়ে ও গাছ মারা যায়। এ রোগের প্রতিকার হিসেবে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলুন, রোগ প্রতিরোধক জাত লাগাতে পারেন।

ফুল কপি: ফুল কপির ফুলের রঙ ধবধবে সাদা রাখার জন্য কচি অবস্থা থেকে চারদিকের পাতা বেঁধে ফুল ঢেকে দিতে হবে। অন্যথায় সূর্যালোকে ফুল খোলা অবস্থায় থাকলে ফুলের বর্ণ হলুদাভ হয়ে যায়।

গ্রীষ্মকালীন শাক সবজির চাষ: এ সময়কার ফসল করলা, চালকুমড়া, চিচিংগা, ঝিংগা, বেগুন শশার বীজ ইত্যাদি বীজ তলায় ফেলতে পারেন । এ ছাড়া বনজ ও ফলদ গাছে মাঝে মধ্যে সেচের ব্যবস্থা নিন। বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

বারি লাল শাক-১: বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে তোলা যায়। বীজ ছিটিয়ে ও সারিতে বপন করা যায়। সারিতে বপন সুবিধাজনক এবং সারির দূরত্ব ২০সেমি। বীজের হার হেক্টরপ্রতি ২.০-২.৫কেজি। দেশের অর্থনীতিতে ফুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটানো *এরপর পৃষ্ঠা ৩*

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

জাতীয় জৈব কৃষি নীতি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।

সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে "জাতীয় জৈব কৃষি নীতি-২০১৬: প্রত্যাশা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা" শীর্ষক সেমিনার গত ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ১নং কনফারেন্স রুম, ফার্মগেট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ উইং) জনাব মো. মোশারফ হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হল কৃষি-মোট কর্মসংস্থানের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর উপর নির্ভরশীল। তাই কৃষিকে সামনে রেখেই একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আদি যুগ থেকেই জৈব কৃষি প্রচলন ছিল। কৃষি পণ্যের রপ্তানিতে সকল বাধা উৎরায়ে বিশ্ব বাজারে স্থান করে নিতে হবে। এই জন্য আমাদের দরকার যুগোপযোগী কৃষিনীতি এবং জাতীয় জৈব কৃষিনীতি প্রণয়ন। উৎপাদন ঠিক রেখে জৈব কৃষির এই পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে ছড়ায়ে দিতে হবে। যাতে করে আমরা সুষম খাদ্য এবং নিরাপদ খাদ্য পেতে পারি। নিরাপদ খাদ্যের অন্যতম অংশই হচ্ছে জৈব কৃষির বিষয়গুলো। উক্ত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ভাগ্য রানী বণিক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সদস্য পরিচালক (শস্য) ড. মো. আজিজ জিলানী চৌধুরী, "জাতীয় জৈব কৃষি নীতি-২০১৬: প্রত্যাশা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা" বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএআরআই এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. খোরশেদ আলম। "জাতীয় জৈব কৃষি নীতি-২০১৬: প্রত্যাশা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা" বিষয়ে মূল আলোচনা করেন কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবীর এবং ড. মো. জয়নুল আবেদীন, প্রাক্তন ইরি প্রতিনিধি, বাংলাদেশ। সেমিনারে নার্সভুক্ত সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীবৃন্দ, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, কৃষক প্রতিনিধি, অর্গানিক রেস্টুরেন্ট, সুপার সপ এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশনসহ প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ■

তথ্য মেলা

গত ৩ ডিসেম্বর জেলা প্রশাসন, গাজীপুর এবং সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর যৌথ উদ্যোগে "তথ্য মেলা" রাজবাড়ী মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের তথ্য মেলার মূল প্রতিপাদ্য ছিল "জানবো, জানাবো, দুর্নীতি রুখবো,"। তথ্য মেলা উপলেক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মো. জাহিদ আহ্সান রাসেল এমপি এবং সভাপতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর, জেলাপ্রশাসক, গাজীপুর। ■

তথ্য মেলার প্রধান অতিথি আলহাজ্জ মো. জাহিদ আহ্সান রাসেল এমপি এবং বিশেষ অতিথি বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

মুখ্য সম্পাদক : ড. পরিতোষ কুমার মালাকার
সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : মাহবুবা আফরোজ চৌধুরী
আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন- +৮৮-০২-৪৯২৭০০৩৮
ডিজাইন ও মুদ্রণে : লুবনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৫৬ ভজহরি সাহা স্ট্রিট, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৬৪৫৪০